Bengali 3rd Semester

Date 14/12/20

সাহিত্য: — মেঘনাদ ও বিভীষণ: —

মাইকেল মধুসূদন দত্ত: — যশোহরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে দত্ত পরিবারের মধুসূদন দত্তের ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রাজনারায়ন ও মাতা জাহ্নবী দেবী। তিনি বাঙালী হয়েও ইংরাজী ভাষায় সাহিত্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি তার বেশী অনুরাগ ছিল। পুত্রের এরূপ অবাঞ্ছিত গতি দেখে পিতা রাজনারা পুত্রের বিয়ের আয়োজন করেন তবে তিনি কন্যা কন্যার পানি গ্রহণে কোনো মতেই রাজি হননি। তাছাড়া তিনি রেভারেন্ড কৃষ্ণবন্দ্যোর কন্যার প্রেমে পড়েন। তিনি খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু সে প্রেমে তার ব্যর্থতাই মেলে এবং ইংল্যান্ড পাড়ি দেবার স্বপ্ন ভেঙে যায়।

খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে পিতা মধুসূদন দত্তের খ: পাতি বন্ধ করে দেন। বিশপ কলেজে পাঠে ইতি ঘটে। উপার্জনের জন্য কলকাতা থেকে

সাম্রাজ্যে পাড়ি দেন, সেখানে একটি ইংরেজী পত্রিকার সহ-সম্পাদকের কাজ করেন এবং সেখানেই তিনি তার ইংরাজী কাব্য 'ক্যাপটিভ লেডি' রচনা করেন। বহুকষ্ট করেও তার সংসারের অভাব অনটন সহ্য করতে না পেরে রেবেকা তাঁকে ছেড়ে চলে যান। মধুসূদন দত্ত হেনরিয়েটাকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মতো সংসার জীবন যাপন করতে থাকেন। তার বন্ধু গৌরদাসের অনুরোধে তিনি কলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন এবং পুলিশের ~~আদালতে~~ আদালতে কম বেতনের চাকরি করেন। তারপর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রামনারায়ন তর্করত্ন বিরচিত 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখে বাংলা সাহিত্যের দীনতা ও বাঙালি দর্শকের নিম্নরুচি তাকে বেদনাবিদ্ধ করেন। ১৮৫৭ সালে শর্মিষ্ঠা

নাটক রচনা করেন। প্রহসন রচনা করেন 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। 1860 সালে রচনা করেন। 'পদ্মাবতী' নাটক তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য ও 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক প্রকাশ পায়। তাঁর পূর্বে 'ব্রজাঙ্গনা' আত্মপ্রকাশ করে বীরাঙ্গনা প্রকাশ পায় 1862 সালে। ব্যারিস্টারী পাশ করতে তিনি ইংল্যান্ডে যাত্রা করেন। ফরাসী দেশে অবস্থান করে তিনি চতুর্দশ পদী কবিতাবলী বা সনেট রচনা করেন। 1864 খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ লাভ করে। 1870 খ্রিষ্টাব্দে 'মায়াকানন' রচনা করেন। 29 শে জুন 1873 খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

'মেঘনাদ ও ~~বিভি~~ বিভীষণ কবিতাটি মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ বধ' কাব্যের ষষ্ঠ সর্গ থেকে গৃহীত হয়েছে।

ফাঁকি

~~Short~~ ~~Questions~~ Summary —

(1) 'ফাঁকি' কবিতাটি '~~পলাতকা~~' কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে?

Ans:) 'ফাঁকি' কবিতাটি 'পলাতকা' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

(2) ফাঁকি? ~~কবিতা~~

Ans: 'ফাঁকি' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা' কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। 'পলাতকা' কাব্যগ্রন্থটি ১৯১৮ সালে রচিত। 'পলাতকার কবিতাগুলি অধিকাংশই নায়িকা প্রধান। এই নায়িকা চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারীত্বের এক অপূর্ব মহিমাময় মূর্তি অংকিত করেছেন। নারী সমাজে আপন গৌরবদীপ্ত সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তাঁর সম্যক পরিচয় যদি পাওয়া যায় না। সেখানে তার জীবনযাত্রা আবদ্ধ নিজেকে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার কোনো সুযোগই সে পায় না। কিন্তু সংকীর্ণ

লোহার বন্ধন হতে যে সময় বহিঃবিশ্বের অবাধ মুক্তির স্বাদ চলে আসে তখন তাঁর চেতনার আনন্দে সমুদ্রে ডুবে যায়, সে নতুন জীবনের সন্ধান পায়, বহিঃবিশ্বের মুক্তির স্বাদে তাঁর ভিতরের নারীও আপন গৌরবে সম্রাজ্ঞীর মতো মহিমময়ী. রবীন্দ্রদৃষ্টিভঙ্গিতে নারী চিত্র চিরনূতন রহস্যময়ী.

এখন 'ফাঁকি' কবিতাটি নিয়ে আলোচনা করা যাক – তেইশ বছরের বয়সে বিনুকে রোগে ধরে, ওষুধ আর পথ্যের বিরাম নেই। তাঁর চতুর্দিকে নানা ভাপ ও তাপের ঝিকি। দেড় বছরের চিকিৎসার পর বিনুর আরোগ্য লাভের কোনো আশা না দেখে তাকে রেলগাড়িতে করে পাহাড়ে হাওয়া বদলের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। বিয়ের পর এই প্রথম স্বামীর সাথে তাঁর বিদেশ যাত্রা। এতো দিন একান্নবর্তী পরিবারে নানা লোকের ভিড়ে

স্বামীর সঙ্গে যেন মন খুলে বাক্যালাপের সুযোগ ঘটেনি, শুধু চাপা হাঁসি আর কান্নার টুকরো। বহিঃ জীবনে আজ প্রথম মুক্তির আস্বাদ নিলো। পৃথিবী তার আকাশ ভরা আলোকে বর-বধূকে অভ্যর্থনা করল। রতন সুখে বড়ো বড়ো চোখে বিনু নতুন করে নতুন জগতে উত্তীর্ণ হল।

রেল লাইনের ওপার হতে কাঙালেরা করুণ সুরে ভিক্ষা চায়। বাক্স খুলে টাকা, সিকি যা হাতে উঠে আসে কাগজে মুড়ে বিনু তার কাঙালের দিকে নিক্ষেপ করে। সবার দুঃখ দূর করতে পারলে যেন তাঁর আনন্দ। নবোদিত পথে প্রেমের স্রোতে তাদের যে যাত্রা শুরু হয়েছে, দান, ধ্যান ও কল্যাণে তাকে ভরে তুলতে হবে। বিনুর আজ মনে হচ্ছে এ পৃথিবীতে শুধুমাত্র তাঁর স্বামী আছেন। আর কেউ কোথাও নেই।

বিলাসপুর স্টেশনে নেমে গাড়ি বদল করতে হবে তাদের। সেইখানে দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে

করে গেছেন। স্বামীর কাছে যে সমস্ত বিবরণ মনে হলেও বিনুর কাছে যে আনন্দের ব্যাপার। তাঁর মা গেছে স্বামীর বিল্লোল। মুক্তির আনন্দে তাঁর স্বল্প কাছে নতুন স্কুলে পৌঁছানো আর পথ চলা স্বর্গ ব্যাপার। মাত্রী জানলার দরজায় খুলে সে স্বামীকে একটানা ছুটে চলা, টিকিন নিয়ে দেড় বছর, ও শিশু গাছের ডালায় পাঁচিল ঘেরা ছোট বাড়ী প্রভৃতি দেখায়। ছোট খাট সব কিছুই তাঁর কাছে অনেক অপরূপ হয়ে উঠেছে।

Short Questions: →

Q:- 'ফাঁকি' কবিতাটি কার লেখা?

A:- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

Q:- 'ফাঁকি' কবিতাটির নায়িকার নাম কি?

A:- বিনু।

Q:- বিনুর বয়স কত ছিল?

A:- স্টেশন।

Q:- ওষুধে এ ভাবে ~~[illegible]~~ সারা না হলে রোগ সারার জন্য বিনুকে ডাক্তার কি পরামর্শ দিলেন?

A:- ~~[illegible]~~ হাওয়া ~~[illegible]~~ বদল করার পরামর্শ দিলেন।

Q:- কিসে চড়ে বিনুরা হাওয়া বদল করতে গিয়েছিল

A:- রেলগাড়ী চড়ে।

Q:- কোন স্টেশনে গাড়ী বদল করতে হয়েছিল?

A:- বিলাসপুর স্টেশনে।

Q:- বিলাসপুর স্টেশনে যাত্রীশালায় ওদের কয় ঘন্টা কাটাতে হয়েছিল?

A:- ছয় ঘন্টা।

Q:- বিনুর স্বামী বিলাসপুর স্টেশনে বসে কি পড়তে শুরু করলেন?

A:- ইংরেজি বুক পড়ছেন,

Q:- বিনুর বিলাসপুর স্টেশনে যে হিন্দুস্থানী মেয়ের দেখা হয়েছিল তাঁর নাম কি?

উঃ- রবির রুক্মিণী,

(10) প্রঃ- বিনু তাঁর স্বামীকে রুক্মিণীকে কত টাকা দিতে বলল?

উঃ- পাঁচশো টাকা,

(11) প্রঃ- রুক্মিণীর কেন টাকার প্রয়োজন হয়েছিল?

উঃ- মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য,

(12) প্রঃ- রুক্মিণীর মেয়ের বিয়েতে কি কি পাঠিয়ে দেওয়া কথা বলা হয়েছে?

উঃ- পৈঁচে তাবিজ, বাজুবন্ধ পাঠিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

(13) প্রঃ- বিনুর স্বামী মেয়েটিকে কত টাকা দিয়েছিল?

উঃ-